আসসালামু আলাইকুম,

আমি এস. কে. সাহেদ আল মামুন, রাজশাহী বিভাগের স্টার্টআপ চ্যাম্পিয়ন প্রতিষ্ঠান, জাগরণ বাংলাদেশ আইটির চীফ এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং আফিসার; Call For Nation এর আহ্ববানে সাড়া দিয়ে যে আইডিয়াটা উত্থাপন করছি তা যথাযথ সময় ও যুগোপযোগী।

আমি বিশ্বাস করি এই একটি মাত্র আইডিয়ার বাস্তবায়ন পারে আগামীর বাংলাদেশকে সুন্দর একটি অবস্থানে নিয়ে যেতে। আমার এই আইডিয়ার বাস্তবায়নের জন্য যে ১৭ টি working Fields রয়েছে তা কার্যকর করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে ৫ ঘন্টার বেশি সময় প্রয়োজন। তো আমি ৫ মিনিটের মধ্যে শুধু আইডিয়াটার বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়েই কথা বলব।

আইডিয়াটা হলো একটি অলাভজনক সমাজ সেবামূলক সংস্থা সৃষ্টির। যার নাম "স্পৃহা"
স্পৃহার মূল লক্ষ্য হলো- টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করা।
সোনার দেশে সোনার মানুষ চাই এই স্লোগান কে সামনে নিয়ে স্পৃহার অগ্রযাত্রা।

স্পৃহার মিশন; একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠনের মাধ্যমে আমাদের বাঙ্গালী জতিকে দীর্ঘমেয়াদে একটি মহান জাতিতে রুপান্তর করা।

স্পৃহার কোর ভ্যালুজ গুলো হলঃ

১। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা পালন করা।
২। মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ জাতি গঠনে অবদান রাখা।
৩। আর্ত মানবতার সেবায় কাজ করা।
৪। সামাজিক সমস্যা নিরসনে কাজ করা।
৫। দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা নিশ্চত করণে টেকসই প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠনে ভূমিকা পালন করা।

স্পৃহা যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে এই নীতিসমূহ ও লক্ষ্যের বাস্তবায়ন ঘটাবে সেগুলোঃ

১। উৎপাদনমূখী পরামর্শ সেবা কার্যক্রম
২। গ্রাম উন্নয়ন তহবিল গঠন
৩। স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম
৪। গনশিক্ষা কার্যক্রম
৫। উৎপাদনমূখী দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

৬। মানব সম্পদ গঠন কার্যক্রম

৭। ভ্রাম্যমান আইটি স্কুল প্রতিষ্ঠা

৮। লাইব্রেরি শিক্ষা কার্যক্রম

৯। শুদ্ধাচার কার্যক্রম

১০। শিশু বিকাশ কার্যক্রম

১১। সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সুশিক্ষা কার্যক্রম

১২। চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম

১৩। সবুজায়ন কার্যক্রম

১৪। দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কার্যক্রম

১৫। আমার আধিকার (ন্যায্য) কার্যক্রম

১৬। সামাজিক সুরক্ষা (ভালতে যুক্ত,খারাপ থেকে মুক্ত) কার্যক্রম

১৭। সার্বজনীন সেবা কার্যক্রম

এখন প্রশ্ন হল এই সংস্থাটি কিভাবে Run করা হবে?

১। তৃনমুল পর্যায়েঃ কাজ করতে আগ্রহী এবং সক্ষম এমন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে।

২। অন্যান্য ক্ষেত্রেঃ সার্বক্ষণিক সেবাদানকারী কিছু বেতনভোগী কর্মীর মাধ্যেমে (যারা স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত)

আবার প্রশ্ন হলো সংস্থাটির অর্থায়ন কিভাবে হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর হলোঃ

এর অর্থায়ন হবে-

১। তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের প্রদেয় অর্থ থেকে

২। স্বদেশীয় ব্যাক্তি পর্যায়ে অনুদান থেকে

৩। সরকারি অনুদান থেকে

বোর্ড প্যানেলঃ

স্পৃহা মূলত তৃণমূল অর্থাৎ গ্রাম পর্যায় থেকে পরিচালিত হবে তাই এর বোর্ড গঠিত হবে-

প্রথম ধাপঃ গ্রাম থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে উপজেলা বোর্ড।

দ্বিতীয় ধাপঃ উপজেলা থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে জেলা বোর্ড।

তৃতীয় ধাপঃ জেলা থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় বোর্ড।

আর এ সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হবে একটি মাত্র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। ওয়েব Front-end এর সাথে back-end এ একটি সফটওয়্যার থাকবে ওই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে জেলা; জেলা থেকে উপজেলা এবং উপজেলা থেকে গ্রাম কার্যক্রম কন্ট্রোল এবং মনিটর করা হবে।

স্পৃহা বিশ্বাস করে-

একটি আলোর কনা পেলে

লক্ষ প্রদীব জ্বলে।।

একটি মানুষ মানুষ হলে

সারা জগৎ টলে।।

স্পৃহার আদর্শ-

ভাল যেখানে,

আমরা সেখানে।

বর্তমান সময়ের এই পরিস্থিতিতেও আমরা দেখেছি মানুষের মানবিক বিপর্যয়ের বিভিন্ন বিষয়; সেখানে নৈতিকতা বিবর্জিত কিছু কাজ আমরা দেখছি। আমরা চাই এমন একটি সুন্দর দেশ এমন একটি সুন্দর জাতি যার মাধ্যমে আমাদের আগামীর বাংলাদেশ বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং বিশ্বকে নেতৃত্ব ও সহযোগিতা প্রদান করার মত সক্ষমতা অর্জন করবে। সবাই দোয়া করবেন।

সকলকে ধন্যবাদ।।